স্বপ্নের নাম আমা-ডাবলাম

অরুণকান্তি ঘোষ

এখনও সবখানে করোনার ভুত অতি-সক্রিয়। এখনও কেউ ভেবে পাচ্ছে না, ঘরে বাইরে বা অজ্ঞাতবাসে কোথায় গিয়ে সে নিরাপদে থাকতে পারে। একদিন সে যখন তখন যেখানে সেখানে চলে যাবে বলে খাড়া ছিল, আজ তার সব সাধ মরে ভুত হয়েছে। যে পাহাড়চূড়োয় যেতো সে কাছের কুটুমবাড়ি যেতেও ভয় পায়। এ এক হতকুচ্ছিৎ সময়, পুরনো পাতা খুলেও এর নমুনা মেলে না। আবার এই সময়েই নাকি কেউ বা কারা দুর্গমের খোয়াব দেখে। এরা Madly Brigade -এর লোক। হ্যাঁ, আমাদের চেনা চৌহদ্দির মধ্যেই আছে অনেক তুর্কিতরুণ যারা পাগলামির অতীত কীর্তি তছনছ করে দিয়ে নয়া পাগলামির ছক কষতে থাকে। এদের আর ধরে রাখা গেল না। ঘরের ছেলে পালিয়ে যাবে হিমালয়ের কাঁহা কাঁহা মুলুকে, এই করোনাকালেও! কে বলে? পাগল কম পড়িয়াছে!!

একটু খুলেই বলি। সত্যরূপ সিদ্ধান্ত-কে আপনারা চেনেন। হ্যাঁ, যে সত্যরূপ সাত মহাদেশের সাত পর্বতচূড়া আর সাত আগ্নেয়গিরির শির ছুঁয়ে, দক্ষিণ ও উত্তরমেরু অভিযান সেরে গিনেস বইয়ে নতুনপাতা জুড়ে দিয়েছেন, তিনিই হলেন নাটের গুরু! কোভিড প্যানডেমিকের দিনে সত্যরূপ দারুণ অ্যাক্টিভিস্ট-এর ভূমিকা নিয়েছেন। ভয় ব্যাধিতে আক্রান্ত মানুষদের পাশে থাকার চেষ্টা করেছেন, আর চুপিসাড়ে চমকপ্রদ একটি ষড়যন্ত্র শানিয়েছেন। তাঁর শিকার তালিকায় এক ঝাঁক নাম। রুদ্র (হালদার), রমেশ (রায়), মলয় (মুখার্জি), সৌরভসিঞ্চন (মণ্ডল), কিরণপাত্র-দের মতো এভারেস্টার সাগ্রহে বা ঠ্যালায় পড়ে 'হ্যাঁ' বলে দিয়েছেন। সত্যরূপ তাঁর মধুরতম মগজধোলাইয়ের কাজটি ঠিকঠাক সেরেছেন। শুনলাম, বিখ্যাত দেবাশিস বিশ্বাসও জুটেছেন সঙ্গে। আর কী? এবার বেরিয়ে পড়লেই হ'ল। সত্য'র প্ররোচনায় সবাই এখন সমতলের গলা-জলে নেমে পড়েছেন। এই জলে-পড়া দশা কাটিয়ে উঠলেই মিলবে হিমালয়ে যাওয়ার ছাড়পত্র !

কোথায় যাচ্ছে রুদ্র, সত্য, রমেশ, মলয়-রা? উত্তর হ'ল, আমা-ডাবলাম শীর্ষে। মাউন্ট আমা-ডাবলাম– the most aesthetically towering majesty in the Everest Empire! এত সুন্দর পর্বত পৃথিবীতে কম আছে। আমি কখনও এভারেস্ট এলাকায় যাইনি। তাই দেখাও হয়নি। তবে একটা ছবির কথা খুব মনে আছে। নব্বই দশকের প্রথম দিকে এক শীতের দিনে সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত পাহাড়িয়াদের সমাবেশে হিমালয়-পথিক রতনলাল বিশ্বাস ছবিটি দেখিয়েছিলেন। প্যাংবোচে কিম্বা ডিংবোচে থেকে তোলা, অসাধারণ একটি ফ্রেম। ফোরগ্রাউন্ডে সুন্দর পাহাড়ি বাড়ি, বাঁদিকে লম্বা একটি মই তার গায়ে হেলান দিয়ে আছে, সেটি বেয়ে উঠে গেলেই বাড়ির ছাদ। ব্যাকড্রপে ডানা মেলা বিশাল এক শুভ্র পক্ষীরাজ, যেন এইমাত্র উড়ে এসে ছাদে বসেছে। আহা! মই বেয়ে ছাদে গেলেই পক্ষীরাজের ডানায় চেপে বসা যায়! সেই প্রথম দেখা, অনুপম আমা-ডাবলাম। তারপর আরও কতবার কতভাবে দেখেছি, কিন্তু প্রথমদেখা ছবিটি রয়ে গেছে মনে বরাবরের মতো। অবশ্য সত্যরূপের অভিজ্ঞতা অনেক প্রত্যক্ষ। সেদিন গল্পে গল্পে শুনছিলাম ওর ছবির কথা। ২০১০ এ এভারেস্ট বেসক্যাম্প ছিল ওর প্রথম হাই-অলটিচ্যুড ট্রেক। প্রচলিত রাস্তায় কাঠমাণ্ডু থেকে লুকলা উড়ে গিয়ে হাঁটাপথে ফাকডিং, নামচেবাজার, থাংবোচে হয়ে ডিংবোচের দিকে যেতে যেতে দেখা হয় উড়ন্ত সেই পক্ষীরাজের সাথে। সেবারই সে প্রথম একটি DSLR ক্যামেরা নিয়ে গেছে সঙ্গে, কিন্তু তখনও পর্যন্ত একবারও ক্লিক করেনি সেটি। দরকার পড়েনি আরকি। তা, যেতে যেতে সে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে যায়। দেখল, পথপাশে পাথর-গড়া লোকাল এক গুম্ফার মাথায় ইয়াকের সিং-সমেত খুলি

চড়ানো আছে। সিং-এর গায়ে বাহারি কারুকাজ। পিছনে আকাশ জুড়ে বিপুল পর্বত আমা-ডাবলাম। সত্যরূপের মনে হ'ল, প্রথম শট নেওয়ার সময় এসেছে। DSLR হাতে নিয়ে ফ্রেম করে সে, ব্যাকড্রপে সাদা পক্ষীরাজ, সামনে ফ্রেমের বামে বাঁকানো শিং আমা-ডাবলামের কাঁধ ছুঁয়ে গেছে। ফ্রেম ঠিক হতেই শাটার পড়ে। That became the shot of a lifetime...!

কী বলছে সত্যরূপ? "একবারে কত কী দেখলাম, শুধু দেখতেই গিয়েছিলাম যে। তখন তো ভাবিনি, মাউন্টেনিয়ার হবো। মাউন্টেনিয়ারিং ব্যাপারটাই মাথায় আসেনি। একবারও ভাবিনি, এই যে হিউজ ম্যাজেস্টিক পিকগুলো দেখছি, এদের মাথায় ওঠা যায়! না, ভাবিনি। তখন কে জানতো, পাঁচ বছর বাদে আবার এখানে আসবো, তাও এভারেস্ট ক্লাইম্ব করতে! ২০১৫'র এক্সপিডিশন বেসক্যাম্প পৌঁছেও বাতিল হয়, কারণ ভূমিকম্প। ২০১৬'য় আবার গেলাম, এবং একটা ফুল ব্রিগেড একসাথে সামিট করলাম। আমরা অনেকে বন্ধু ছিলাম, অনেকে নতুন করে বন্ধু হলাম। এভারেস্ট আমাদের মধ্যে বন্ডিংটা গড়ে দিয়েছিল। That has been a huge factor and that still works..." সত্যরূপ এভারেস্ট পর্বের গল্প বলছিল। জিজ্ঞেস করি, "এবারে কীভাবে মোটিভেট করলে সবাইকে?"

"সেই এভারেস্ট গ্রুপটা আবার একসাথে যাবে, এটাই তো big motivator! Team that climbs together stays together..."

"এতেই সব মিটে গেল? তা নিশ্চয়ই নয়?"

"তা নয়। আমি রুদ্রদাকে বললাম, টাকাপয়সা ছাড়া কী কী প্রবলেম আছে বলো। ও অফিস বাড়ি ছুটিছাটা ইত্যাদি মিলিয়ে অনেকগুলো ঝামেলার কথা বললো। সবকটার ব্যাপারে আমার কিছু নির্দিষ্ট উত্তরও ছিল। তো, আল্টিমেটলি হ্যাঁ বলতে হ'ল। মোটামুটি এটাই কমন স্টোরি।" সত্যরূপ এরকম ব্রিফ করে।

"তার মানে সবাই যাচ্ছে?" আবার জিজ্ঞেস করি।

"আমি হোপফুল। মলয়, রুদ্র-দা, দেবাশিস-দা কনফার্ম করেছে। সৌরভ-দা, কিরণ-দা একটু সময় চেয়েছে। ধরে নিচ্ছি, যাবে"।

ছবির গল্পে ফিরি। তার আগে বোধহয় একটা ধরতাই লাগে। ২০১০এ যার প্রথম মেজর ট্রেক, সে মাত্র একদশকে স্বপ্নের চেয়েও রোমাঞ্চকর এক পরিক্রমার মহাকাব্য রচনা করে ফেলল, ভাবতে গেলে নিজের বিস্ময়বোধের অতীত অভিজ্ঞতাগুলো ফিকে হয়ে যায়। এভারেস্ট সামিট থেকে ধরলে বছর পাঁচ মাত্র। এরমধ্যে সাত মহাদেশের সবকটি শীর্ষবিন্দু ছুঁয়ে যে বিশ্বরূপ দর্শন করেছে সে, সেই আশ্চর্যদেখার অরূপকথা আমরা কেমন করে বুঝব? এখানে যে আমাদের কল্পনার চোখ মন হার মেনে যায়। আশা করবো, একদিন সত্যরূপ নিজে সেই মহাকাব্যময় অভিযাত্রা–র অনুপুঙ্খ বিবরণ লিখবে। ওর সে ক্ষমতা আছে। সেদিন তার Adventure Epic নবযুগের তরুণ-কিশোরদের হাতে হাতে ঘুরবে। কবে ও লিখবে, জানি না। The sooner, the better...! যেকথা বলছিলাম, কোনও সন্দেহ নেই, এক দশকে সত্যরূপের নিজস্ব হার্ড ডিস্কে এবং মাথায় মেমরি সেল'এ অজস্র সহস্র ছবির ফ্রেম

জমা হয়ে আছে। অনুমান করতে পারি, কোথাও দুদণ্ড থিতু হয়ে বসলে সেই ছবিগুলো স্লাইড-শোয়ের মতো একের পর এক চোখের সামনে আসে। তবে একটি বিশেষ ছবি বার বার আসে। মনের ভিতরে চলা ব্যাখ্যাতীত কিছু ছলাকলার কারণে সেই বিশেষ ছবিটি এসে কিছুক্ষণের জন্য থেমে থাকে, কিছু বলতে চায়। ছবিটি হ'ল, সেই ইয়াকের শিং ছুঁয়ে থাকা আমা-ডাবলাম।

আমা-ডাবলাম শব্দের অর্থ 'মায়ের হার'! আসলে এর দুই কাঁধ থেকে দুটি আইসফল নেমে বুকের কাছে এসে জুড়ে গেছে। ঠিক শেরপা রমণীর গলার হারের মতো। আমাদের চোখে যে ডানামেলা পক্ষীরাজ সে-ই খুম্বু ও আশপাশের এলাকার লোকদের কাছে 'Mother's Necklace', 'মায়ের হার'। মাতৃরূপ জড়িয়ে গেছে বলেই বুঝি আমাডাবলাম অতিরিক্ত সুন্দর! ওই যে কথায় আছে, সুন্দর যার চোখে যেমন করে ধরা দেয়।

হ্যাঁ, DSLR ফ্রেমে আটকানো সেই আমা-ডাবলাম অভিযানে যাচ্ছে সত্যরূপ এবং ওর বন্ধুরা। ২০১০, ২০১৫, ২০১৬ সনের পর এই ২০২০-তে আবার এভারেস্ট মহাদেশে পা রাখতে চলছে সে। আপনারা জানেন, বিশাল খুম্বু মহল্লার গ্যালাক্টিক অ্যাম্পিথিয়েটারে পুমোরি, চ্যাংসে, এভারেস্ট, লোথসে, ন্যুপ্‌ৎসের মতো সুদর্শন প্রভুরা ঝলমলিয়ে থাকে। ওরা সেখানে যাচ্ছে না, যে সুন্দরতম তার কাছে যাচ্ছে। এখন প্রশ্ন, কীভাবে কোনপথে যাওয়া? উত্তরটা অনেকেই জানেন, যাঁরা জানেন না তাঁরাও এতক্ষণে বুঝে গেছেন যে রাস্তাটা এভারেস্ট রুটের সঙ্গে মিলে যায়। ওই, লুকলা থেকে ফাকডিং, নামচেবাজার, থ্যাংবোচে, হয়ে যে রাস্তাটা এভারেস্ট বেসক্যাম্প গোরখশেপ পর্যন্ত যায় সেটা দিয়েই যেতে হবে। তবে এক্ষেত্রে প্যাংবোচের পরে রাস্তা ডানদিকে বেঁকে যাবে। তারপর আমাডাবলাম বেস-ক্যাম্প হয়ে দক্ষিণপশ্চিম গিরিশিরা ধরে, মানে – climbing goes along the south-west ridge ...। এক দুই করে তিন নম্বর ক্যাম্প মানেই সামিট ক্যাম্প। তারপর, গ্রানাইট আর বরফে মোড়া দেওয়াল ধরে ভার্টিক্যাল ক্লাইম্ব, তারপর শুধু সময়ের অপেক্ষা। অতএব, একবার কলকাতা কাঠমাণ্ডু হয়ে লুক্‌লা উড়ে যেতে পারলেই হ'ল।

জট পেকেছে এখানেই। কারণ করোনা। এখন পর্যন্ত সত্যরূপের কাছ থেকে যেটুকু জেনেছি তা হ'ল, নেপালে ট্রেক বা ক্লাইম্ব পারমিট দেওয়া হচ্ছে। বিদেশিদের হিমালয়ের অন্দরে যাওয়ার জন্য ছাড়পত্র দেওয়া শুরু হবে ১৭ অক্টোবর থেকে। আন্তর্দেশীয় উড়ানও চালু হয়ে যাচ্ছে। তাও চাপ কমছে না রুদ্র, সত্যদের। ভারত অতিসংক্রমিত দেশ বলে নেপাল সরকার ভারতীয় বিমানের যাওয়া আসা নিয়ে বেশ দোলাচলে আছে। তাছাড়া ইদানীং ভারত-নেপাল সম্পর্ক অনেক শীতল। যদিও পর্যটন-নির্ভর নেপাল তার সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক বিপর্যয় থেকে ঘুরে দাঁড়াতে চেয়ে অনেকটা ভরসা করছে ভারতীয় পর্যটকদের ওপর। নিজ স্বার্থেই দরজা খুলতে হবে তাকে। উড়ান বন্ধ থাকলেও সড়ক পথে, অন্তত কলকাতার লোকের নেপালে যাওয়া ফেরা চলবে এটুকু প্রায় নিশ্চিত। তাই কলকাতার ক্লাইম্বারদের কাঠমাণ্ড পৌঁছে যাওয়াও সমান নিশ্চিত।

এ মুহূর্তে ওরা আমরা সবাই খুব আশাবাদী। ২৫ অক্টোবর স্থির হয়েছে দিন, মিশন আমা-ডাবলামের ফ্ল্যাগঅফ হবে, ওরা বেরিয়ে পড়বে। সত্যরূপ বলছে, "হাতে দেড়মাস সময়, অনেক পজিটিভ ডেভলাপমেন্ট হবে এর মধ্যে। দেখা যাক, let's stay hopeful " আমরা অবশ্য অনেক বেশি উত্তেজিত। কেননা যারা যাচ্ছে তারা যতই বিশ্বনাগরিক হোক না কেন, সবার সঙ্গে সোনারপুরের যোগ আছে। রুদ্রপ্রসাদ ও সত্যরূপ "আরোহী"-র ঘরের ছেলে। বাকিদের সঙ্গেও আরোহী পরিবারের প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে। তাই আমাদের ক্ষেত্রে আতিশয্য একটু বেশিই হবে! সত্যরূপের কথায়, "The excitement is contagious!"